দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 1 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

১৯০

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে ছাত্র সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ক্যাম্পাসে এখন চেঙ্গিস খান-হালাকু খানদের রাজত্ব চলছে। উত্তরপাড়া-দক্ষিণপাড়ার ক্যাম্পাসকে বিভক্ত করে নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের হাতে জিম্মি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোমবার সন্ত্রাস বিরোধী এক ছাত্র সমাবেশে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের এক নেতা একথা বলেন। হল থেকে অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের উচ্ছেদ, মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টন এবং হল প্রশাসনকে আরো গতিশীল করার দাবীতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের আগে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের একটি বিরাট মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

অপরাজেয় বাংলার সামনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ (মো-বি) বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন। বক্তৃতা করেন ছাত্র মৈত্রী নেতা জিয়াউল হক জিয়া, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সেলিম হায়দার, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের রফিকুল ইসলাম কাজল, ছাত্র ফেডারেশনের সঞ্জয় চাকমা প্রমুখ। সামবেশে একজন ছাত্র নেতা বলেন, ছাত্ররা কোন দাবী তুললেই অর্থাভাবের কথা বলা হয়। মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টন করতে অর্থ লাগে না। তিনি বলেন, ডাইনিং ক্যান্টিনে আমরা পোলাও কোর্মা খেতে চাই না, মানসম্মত খাবার চাই।

ছাত্র নেতা সেলিম হায়দার অভিযোগ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের শাস্তি না দিয়ে বরং পুরস্কৃত করা হয়। মঈন হোসেন রাজু হত্যা মামলার আসামীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য করে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ছাত্র নেতা জিয়াউল হক জিয়া বলেন, হলের প্রভোস্ট-হাউজ টিউটরদের তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। রুমে রুমে গিয়ে চিহ্নিত করতে হবে কারা অস্ত্রধারী, কারা বহিরাগত। তাদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমাবেশে ছাত্র ঐক্যের ৪ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২৯ জুলাই ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।